R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

সি পি এম পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে : সুব্রত

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায় আজ স্থানীয় ম্যাকেনজী পারক ময়দানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে এসে বলেন, আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সি পি এম পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। জ্যোতিবাবু সেজন্য চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সেখান থেকে আসছে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত তেরঙ্গা পতাকার পরিবর্তে লাল পতাকা কিছুতেই আমরা ভারতবর্ষের বুকে উঠতে দেব না। নামবুদরিপাদ লাল পতাকা তুলেছিলেন কেরালায়, আজ তাঁর নাম রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুব্রতবাবু বলেন, 'রাম চ্যাটারজি একজন গুণ্ডা, তিনি মন্ত্রী হয়েছেন—এটা দেশের লজ্জা।' সুব্রতবাবু আরো বলেন, পুলিশের লোকেরা গোপনে কং (ই) দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। দিনে তাঁরা জ্যোতিবাবুকে স্যালুট করেন, রাত্রি এগারটার পর গোপনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি বলেন, অনেক পুলিশ সি পি এম-এর চাকর হয়ে গেছেন। অপদার্থ সরকার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সোনার পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্ত করছে। সুব্রতবাবু জিজ্ঞেস করেন, কে ডিকটেটার? ইন্দিরা গান্ধী, না জ্যোতি বসু? তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধী নিজের গলা কেটে ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নির্দেশ আছে সংখ্যালঘুদের বেশী করে সাহায্য করার। জ্যোতিবাবু ছেলেবেলা থেকে খুন করতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছিনতাইকারী দমনে পুলিশ সক্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : পলাশী থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কে ছিনতাই দমনে পুলিশ সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একজন হাইওয়ে ওসি নিয়োগ করে ফরাক্কা, উমরপুর, পলসণ্ডা ও পলাশীতে একটি করে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। এই সব পুলিশ চৌকিতে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য হাইওয়ে পেট্রল দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুলিশ চৌকিতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দলছুট লরিকে একত্রিত করে ১৫টি করে লরি একসঙ্গে ছাড়া হচ্ছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্যাচিং'। স্থানীয় থানার ওসিরা রাত্রে পেট্রল ডিউটি দিচ্ছেন। রাত ৯টার পর ৩টা পর্যন্ত সমস্ত লরি আটকে বিরাট কনভয় করে আগে-পিছে পুলিশের গাড়ী এসকরট করে (পাহারা দিয়ে) এক একটি পুলিশ চৌকিতে পৌঁছে দিচ্ছে। তিনটের পর আবার ব্যাচিং অর্থাৎ ১৫টি করে লরি একত্রে ছাড়া

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনজাংসন বি ডি ওর আদেশের ওপর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ ডিসেম্বর—সুতী ১নং ব্লকের বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অপসারণের জন্য বিডিওর দেওয়া আদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, প্রধানের সমর্থকরা প্রথমে পঞ্চায়েতের দশজন সদস্যকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিচারের রায় সেই দশজনের অনুকূলে যাওয়ায় তাঁদের অপসারণ করা যায়নি। পরে তাঁরাই প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রধান অপসারিত হন। বি ডি ও নতুন প্রধানকে দায়িত্বভার অর্পণের আদেশ দেন। কিন্তু সেই আদেশ উপেক্ষিত হয়। পরে বি ডি ওর আদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়। এবং সেই নিষেধাজ্ঞা জারি হয় বিডিওর আদেশ জারির পরে, আগে নয়। সুতরাং 'রুলিং অমান্য করে প্রধান বরখাস্ত' বলে জঙ্গিপুর সংবাদে যে খবর বেরিয়েছে তা ঠিক নয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী ছয় জন

বিশেষ প্রতিনিধি : লোকসভার সপ্তম নির্বাচনে লড়াই-এর জন্য জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবার সাতজন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। পরে নির্দল প্রার্থী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। এঁরা হলেন ১) জয়নাল আবেদিন, সি পি এম ২) হাজী লুৎফল হক, ইন্দিরা কংগ্রেস ৩) অমিয় সিংহরায়, আরস কংগ্রেস ৪) কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, জনতা ৫) লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, এস ইউ সি এবং ৬) পরিচয় দাশগুপ্ত, মারকসবাদী কর্মী সংস্থা। কাজেই এই কেন্দ্রে এবারের লড়াই বহুমুখী।

ভোটার প্রায় ৭ লক্ষ

বিশেষ প্রতিনিধি : অতিরিক্ত সংযোজন এবং সংশোধনের পর জঙ্গিপুর মহকুমায় এ বছর ভোটদাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৭৭,৬৫৩ জন। ১৯৭৭ সালে ভোটার ছিলেন ৩,৮৮,২৬৭ জন। বাতিল হয়েছে ৭৩,১৮২; সং-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাপ্রয়াণে কর্মযোগী মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

সত্যনারায়ণ ভকত : প্রাক্তন মন্ত্রী, জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি ও কমিশনার এবং জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আজীবন সদস্য মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিটে তাঁর জঙ্গিপুরের বাসভবনে ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৬ কন্যা, স্ত্রী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন তাঁর নিরলস কর্মসাধনার অসংখ্য নজির, যা তাঁকে অমর করেছে এবং যার স্মৃতি রোমন্থনে বেদনাহত হতে হয়। জঙ্গিপুর কলেজ ঘাটে আজ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে সমবেত হন।

জঙ্গিপুরের এই কর্মযোগী জন্মগ্রহণ করেন ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৩ জ্যৈষ্ঠ। ইংরেজী ১৯০৯ সালে। তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। অন্যায়ের সাথে আপোষ তিনি জীবনে করেননি। দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এমন কি মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতেও দ্বিধা করেননি। স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি আসেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৩০-৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদেশী সিগারেট বর্জন আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নেমে তিনি গ্রেফতার বরণ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আইন কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী আইনজীবী হিসেবে জঙ্গিপুর আদালতে প্র্যাকটিস করেন।

১৯৩৬ সালে মুক্তিবাবু জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনার ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ওই

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬।

মৃগতৃষ্ণিকা

দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। 'দ্রিমা দ্রিমি দ্রিমি'—রণঝনঝন-ধ্বনি সকল শিবিরে। শিবিরের কত রকমফের! সাধারণ মানুষের মনে রাখা যত শক্ত তাহাদের নাম, প্রতীক ইত্যাদি; আর ততোধিক শক্ত নির্বাচনী ইশ্‌তাহারে তাহাদের বিঘোষিত প্রতিশ্রুতির মরীচিকা। আর এই মরীচিকা ধাঁধাইয়া দেয় সকলকেই।

সব জিনিসেরই আজ দরদামে মরুর উত্তাপ, যে উত্তাপের অগ্নিজ্বালা 'চর্ম দহে, মর্ম দহে'। কতই নাম করা যায়? চাল, ডাল, তেল, লবণ, কয়লা, কেরোসিন হইতে পিঁয়াজ, আলু-আনাজপাতি। দরোত্তাপের প্রাখর্যে 'এ কী? এ কী?' রব। সাংবাদিকরা ইহার সূত্র খুঁজিতে নাজেহাল। রাজ্য বিভাগ কেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করেন, কখনও বা বলেন, ইহা অমুক দপ্তরের বক্তব্য। আর ভাগ্য ভাল যে, এই সময় কেন্দ্রে এক অদ্ভুত অস্থায়ী সরকার রহিয়াছে! জনগণ তাকান কেন্দ্রের দিকে; কেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন কোন রাজ্য দপ্তর আর একটি ফিরিস্তি দেন। 'বিশেষ কোন জিনিসের দাম কেন এত বাড়িল?' উত্তর কিছুদিন পরে দিবেন। আপাততঃ অনুসন্ধানকার্য চলুক। 'কিছুদিন পর' কোনদিনই বর্তমানকালের রূপ লইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সুবাদে বিপক্ষ স্বপক্ষে ভোটার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া প্রচার শুরু করিয়াছেন যে, নির্বাচনী তহবিলে প্রচুর টাকা ঢালিয়া ব্যবসায়ীরা এখন তাহা পূরণ করিতেছে। বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছাপাইয়া যাহা চরম সত্য তাহা এই যে, মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরবৃদ্ধির অগ্নিজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছেন আর ঠিক তখনই 'ভোট দিন' এবং ইশ্‌তাহারের কেতাদুরস্ত প্রতিশ্রুতির মরীচিকা—'এ্যায়্‌সা করেঙ্গে'। তামাম হিন্দুস্তাঁ মেঁ বেহেস্ত্‌ সুখ মিলেগা!

তবে হাঁ, মরুস্থান আছে বৈকি; না হইলে সৃষ্টিকর্তা অভিযুক্ত হইবেন যে! সে মরুস্থান হইতেছে 'বহিবারে দাও শকতি'। অর্থাৎ 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ' শ্রীশ্রীগীতার এই পরমবাণীর সার্থক রূপকার এই যমযন্ত্রণাভোগী মানুষ নির্বিকার হইয়া সহনশীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ জগৎ সমক্ষে রাখিয়াছেন। এই মরুস্থানে বসিয়াই তাঁহারা আবার মরুযাত্রার শক্তি সঞ্চয় করিবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বর্গাদারের আবেদন

১৯৬৪ সাল থেকে আমরা সাগরদীঘি থানার নওপাড়া মৌজার ২৫১৩, ২৩৬৮, ২৩৬৭, ৫৭০, ২৩৮৮ ও ২১১৮ দাগের ৪·৫২ শতক জমি বর্গাদার হিসেবে চাষাবাদ করে আসছি। ১৯৭৬ সালে জমিগুলি খাস হিসেবে গণ্য হলে আমরা হাই কোরটের দ্বারস্থ হই। হাই কোরট ষ্ট্যাটাসকো মেনটেনের আদেশ দেন। বর্তমানে বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং সি পি এম সমর্থক সদস্যরা জমচাষে আমাদের বাধা দিচ্ছেন এবং প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আমরা সাগরদীঘির ও সি এবং জে এল আর ও সমীপে লিখিত আবেদন করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুনরায় ও সি এবং জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত আবেদন করি। তথাপি আমাদের কেস নেওয়া হয়নি। আমরা থানায় ডায়েরি করলে অপর পক্ষ রাস্তায় আমাদের আক্রমণ করেন। ফলে আমরা আবার ডায়েরি করি। আমরা দরিদ্র বর্গাদার। চাষবাস ছাড়া আমাদের জীবিকার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আমরা বর্তমানে উৎখাতের আশঙ্কায় রীতিমত ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কোন বিচার এখনও পাইনি। সরকারের কাছে আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করছি। —বঞ্চিত বর্গাদারদের পক্ষে প্রভাতকুমার ঘোষ, নওপাড়া (সাগরদীঘি)।

আরো একটি বন্দুক আটক

অরঙ্গাবাদ, ১২ ডিসেম্বর—সম্প্রতি সুতি থানার বাউরিপুনি গ্রামের গুলিচালনার ঘটনার অন্যতম নায়ক রাজিবুল্লা সেখের বন্দুকটি উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। রাজিবুল্লা সেখ এখনও পলাতক। এখন পর্যন্ত মোট ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

মহাপ্রয়াণে কর্মযোগী মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের আগে পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। ১৯৪৪ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরদা পাইনের সঙ্গে দেখা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের অনুরোধ জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্ত্রীরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে গররাজি হওয়ায় তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখারজির সংস্পর্শে এসে মুক্তিবাবু প্রথম জঙ্গিপুরে হিন্দু মহাসভা গঠন করেন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়ে তিনি হিন্দু মহাসভা পরিত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের সদস্যপদ প্রার্থনা করে আবেদন জানান। কিন্তু হিন্দু মহাসভার লোক বলে তাঁকে কংগ্রেসে নেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হলে ওই বছরই (১৯৪৮) তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পালটা সংগঠন হিসেবে জঙ্গিপুরে সেই প্রথম বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন। পুরসভার নির্বাচনে তাঁর দল কংগ্রেসকে পরাজিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে; তিনি পুরপত নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৪৯ সালের মে মাসে তিনি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও ওই বছরই সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে আর এস পি দলের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় তিনি ওই দল ত্যাগ করেন। পরে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আহ্বানে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে। ওই বছর ১২ মারচ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি সেই মন্ত্রীসভার শিক্ষা ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের উপমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'সিঙ্গল ষ্ট্রীম' থেকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। ওই সময়ই স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরের সমস্ত প্রধান সড়ক পাকা করা হয়। পুর এলাকায় চারটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হয়। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়কে তিনিই চতুর্মুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। ১৯৫০ সালে স্কুলের চারটি ঘর নিয়ে প্রথম কলেজ শুরু করেন। দু'বছর পর ৪৫ হাজার টাকার সরকারী অনুদান আদায় করে স্কুলের জায়গা দান হিসেবে নিয়ে কলেজ নির্মাণ করা হয়। মুক্তিবাবু জঙ্গিপুর কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কামরাজ পরিকল্পনার প্রতিবাদে ১৯৬৩ সালের সেপটেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন। ওই পরিকল্পনায় নবীনদের মন্ত্রীত্বদানের কথা বলা হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শুরু থেকে (সম্ভবতঃ ১৯৫৮ সাল) ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মুক্তিবাবু ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৬৯ সালে এক বছরের জন্য তিনি ওই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত।

১৯৭৫ সালের একটি সন্ধ্যায় মুক্তিবাবুর বাড়ীতে বসে যখন তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, তখন তিনি রীতিমত অসুস্থ। তবুও একটুও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন ধীরস্থিরভাবে। আজ ভাবতে অবাক লাগছে কর্মযোগী সহজ সরল মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁর মৃত্যু সংবাদে জঙ্গিপুরবাসী শোকে মূহ্যমান।

আজ জঙ্গিপুর আদালতে মুক্তিবাবুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকসভা পালন করা হয়। আদালতের কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়।

ছাত্রদের হোষ্টেল খরচ

মাধ্যমিক স্তরের আদিবাসী ছাত্রদের আরও বেশি করে শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার স্থির করেছেন যে আদিবাসী ছাত্রদের হোষ্টেল খরচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পিতামাতা অভিভাবকদের বার্ষিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা অবিলম্বে বাড়িয়ে ৬,০০০ টাকা করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী বার্ষিক ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৩,০০০ টাকা। —নিউজ ব্যুরো

লরি চাপা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১১ ডিসেম্বর—কেন্দুয়ার তফিজুল সেখ নামে একজন গ্রামবাসী গতকাল জাতীয় সড়কে ডবলু বি কে ২৬৬৪ নম্বর লরি চাপা পড়ে নিহত হন। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী আমাদের অন্যতম জাতীয় কর্মসূচী। পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক-অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচীর বিশেষ তাৎপর্য আছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, শিশুদের হুপিং-কফ, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও প্রভৃতি সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া, তাঁদের পুষ্টির জন্য বিনামূল্যে ভিটামিন সরবরাহ ইত্যাদি কাজ পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অঙ্গীভূত। এই প্রকল্পের আর একটি দিক হলো জনমনে ছোট পরিবার গঠনের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং আগ্রহী দম্পতিদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। পশ্চিম বাংলায় এই কর্মসূচীতে শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গলের কাজ সাধারণভাবে সন্তোষজনক হলেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে আছি। এই কাজে অবশ্যই কোনরকম জোর-জুলুম বা জবরদস্তির কোন স্থান নেই। সেইজন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা সুন্দরতর ও সুস্থতর জীবনযাপনের অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে ছোট পরিবার গঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

জনসাধারণকে সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী করার এই কাজে শুধু সরকারী অফিসার ও বেতনভোগী কর্মীদের উপর নির্ভর করা আদৌ সঙ্গত হবে না। গ্রামপর্যায় থেকে রাজ্যপর্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকেও এ বিষয়ে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই কর্মসূচীকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। আমাদের এই দেশে গ্রামীণ নেতৃত্বকে এই গ্রামপ্রধান কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে এই কর্মসূচী সফল হতে পারে না।

এই পটভূমিকায় পঞ্চায়েতের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রাম-পঞ্চায়েতই হলো গ্রাম-বাংলার সাংগঠনিক বনিয়াদ। গ্রামের মানুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে পঞ্চায়েত জড়িয়ে আছে এবং থাকবে। কাজেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকেই অনুধাবন করতে হবে সীমিত পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা। জনসাধারণকে এই মর্মে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।

পশ্চিমবাংলার গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিটি সদস্যের কাছে তাই আমার আন্তরিক আবেদন, তাঁরা যেন গ্রাম-বাংলায় পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণকে ছোট পরিবার গঠনের আদর্শ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। বলা বাহুল্য, জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মী ও চিকিৎসকগণ সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য করবেন।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী সার্থক হোক।

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিসন কর্তৃক প্রচারিত।

বিজ্ঞাপন নং ১৩৫/৭৯-৮০

বিজ্ঞপ্তি

আমি সফর আলি বিশ্বাস পিতা মৃত হাজী এনাতুল্লা মণ্ডল সাং সেরপুর থানা সমসেরগঞ্জ এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমার সন্তানদের সহিত আমার মনোমালিন্যের ফলে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মোকর্দ্দমা দায়ের করি এবং সেই সময় ঘন ঘন কাছারী আসার অসুবিধাহেতু আমার পক্ষে কাজ করিবার জন্য উকিলবাবুর কথামত কিছু সাদা ডেমিতে ও একটি stamp paper এ আমার সহি দিয়া উকিলবাবুর নিকট পাঠাই। কিন্তু তাহা বাসে ব্যাগসুদ্ধ হারাইয়া যাওয়ায় তাহা আমি আর নিজ হেফাজতে পাই নাই এবং উকিলবাবুও পান নাই বলিয়া জানাইয়াছেন।

আমি এই সময় মধ্যে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করি নাই বা করিবার জন্য বায়নাও করি নাই যদি উক্ত আমার সহিযুক্ত কাগজ কেহ পড়িয়া পাইয়া তাহাতে কোনরূপ মূল্যবান দলিল করিবার চেষ্টা করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন। তাহা আমার কৃত বলিয়া গণ্য বা গ্রাহ্য হইবে না। এই মর্মে আমি গত ১১-১২-৭৯ তাং জঙ্গিপুর J. M. আদালতে ৬৮৯ নং Affidavit যোগে সমুদয় জানাইয়াছি।

শিক্ষিকা আবশ্যক

অভিজ্ঞতাসম্পন্না একজন B. Sc. Bio-trained শিক্ষিকা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। —সম্পাদক, ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়, পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর

শ্লাইস ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা

মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

NOTICE

Applications are invited from the citizens of India (both male and female) for appointment to the posts of 'SUPERVISORS' in Projects under National Adult Education Programme under the control of the District Social Education Officer, Murshidabad. The candidates will be required to appear in a written examination and viva-voce test for selection for appointment. Educational qualification and other eligibility for the post are as follows :

i) Educational qualification : Graduation from an University.

ii) Age limit : 30 years (relaxable for Sch. Caste and Sch. Tribe candidates as per rules.)

iii) Desirable qualification : Some experience in the field of educational, social or economic development of rural people, and other social work, if any.

Salary for the post of 'SUPERVISORS' is Rs. 500/- (Rupees five hundred) per month (consolidated). The post is however temporary and may terminate with the closing of the Project. The temporary service of a SUPERVISOR may also be dispensed with if he/she is found to be unsuitable by the competent authority.

Applications stating name, father's/husband's name, address, date of birth, qualification, employment registration number if any, experience if any, should reach the District Social Education Officer, Murshidabad, P.O. Khagra, Murshidabad by 26.1 2. 79 at the latest.

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তার উপর (মুদ্রা বস্ত্রালয়ের সম্মুখে) তিন শতক জায়গার মধ্যে একটি দোতলা দালান বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ

C/o. শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

সাহেববাজার

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং খুন করাতে অভ্যস্ত। জ্যোতিবাবুর সূর্য অস্তগামী, তাই তিনি আরো ক্ষমতা চাচ্ছেন; কংগ্রেসের খুন দিয়ে লাল করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সুব্রতবাবু অভিযোগ করেন, মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকার অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন। সেখানকার উদ্বাস্তু মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়েছে।

এস ইউ সি ঃ ৮ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এস ইউ সির ডাকে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম বক্তা এস ইউ সি দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুকোমল দাশগুপ্ত বলেন, সি পি এম বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে বর্তমানে শ্রেণী সমঝোতার দিকে ঝুঁকছে। যার ফলে একই সঙ্গে মালিক এবং শ্রমিককে সুযোগ দানের কথা বলছে। মারকস্‌বাদে কোথাও এই কথা নাই। আমরা বামপন্থার হয়ে লড়াই করছি বলে ওরা আমাদের বামপন্থার শত্রু বলছে।

পুলিশ সক্রিয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে। অকটোবর থেকে এই প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পুলিশ সতর্ক থাকার ফলে জাতীয় সড়কে লরি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেনি। এর আগের মাসগুলিতে (আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) প্রথম সপ্তাহে একটি করে লরি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে। আর একটি খবরে জানা গেছে, অপরাধ দমনে নভেম্বর মাসে জঙ্গিপুর মহকুমা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। খুনখারাপিতেও এই মহকুমা বরাবর প্রথম স্থানের অধিকারী।

খেলার খবর

ধুলিয়ান, ১২ ডিসেম্বর—লীগ পর্যায়ের ফুটবল টুর্নামেন্টকে ৩ ডিসেম্বর হঠাৎ নক্-আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘোষণা করে ফাইনাল খেলা শুরু করতে গিয়ে সামসেরগঞ্জ ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন সমালোচনার সম্মুখীন হন। ইলেভেন ষ্টারস এবং টাউন স্কুল ফাইনালে ওঠে। খেলা শুরুর আগে তরুণ সংঘ প্রতিবাদ জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। শেষ পর্যন্ত ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের চাপে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। আপোষরফার জন্য ৭ ডিসেম্বর ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন জরুরী সভা ডাকেন। অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদে তরুণ সংঘের প্রতিনিধিরা ওই সভা বয়কট করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে তৎকালীন বিডিও রমানাথ চন্দ্রের প্রচেষ্টায় শহরের ৮টি ক্লাবকে একত্রিত করে এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য ৩২ জন। অভিযোগ, ব্লকের সামাজশিক্ষা আধিকারিক সাত বৎসর এর কর্মকর্ত থাকাকালীন অস্তিত্ববিহীন ক্লাবগুলিকে নাকি তালিকাভুক্ত করেছেন, যা উপযুক্ত তদন্তে প্রকাশ পেতে পারে বলে জনসাধারণ জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

দাদাঠাকুর স্মৃতি শীল্ড ঃ ৯ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল ময়দানে অনুষ্ঠিত দাদাঠাকুর স্মৃতি শীল্ডের ছোটদের একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেবাশিবির ক্লাব ১—০ গোলে অগ্নিফৌজ ক্লাবকে পরাজিত করে।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস

ভোটার প্রায় ৭ লক্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যোজন হয়েছে ১, ৫৯,৬৬৬। সারভিস ভোটার ১৭৩ থেকে বেড়ে ২৮০ হয়েছে। পোলিং বুথও ৩৭১ থেকে বাড়িয়ে ৫৫৫ করা হয়েছে। ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, সুতি, জঙ্গিপুর, সাগরদীঘি—মহকুমার এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়াও লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম ও কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র দুটি নিয়ে গঠিত জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ৬,৯৭,০৬২ জন অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ। মোট পোলিং বুথ ৮৫৩টি।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

Godrej

*"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts"*

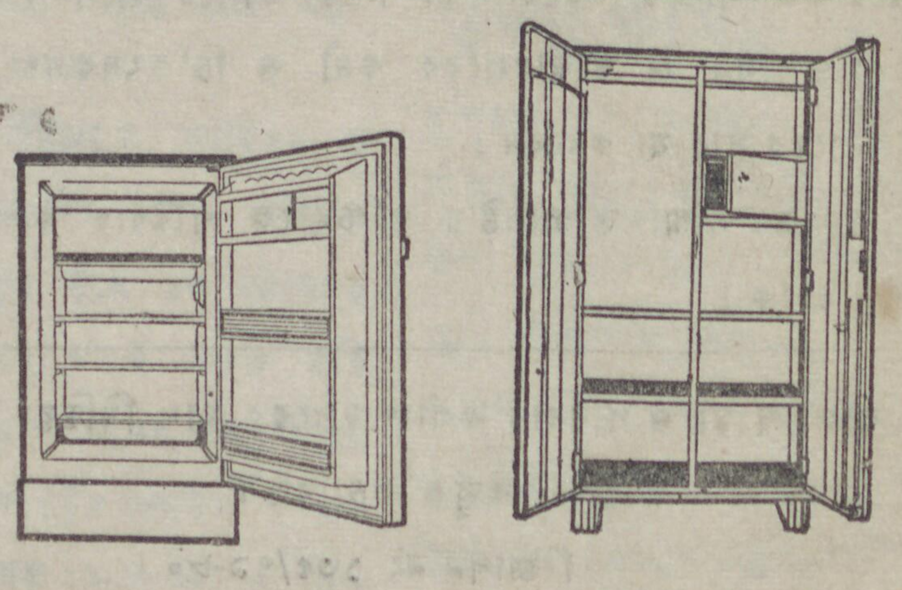

উক্তিটির সার্থক রূপকার **গোদরেজ**। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।